বস্‌কোম্ব উপত্যকার রহস্য

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বস্‌কোম্ব উপত্যকার রহস্য

□ The Boscombe Valley Mystery □

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

একদা সকালে আমরা—আমার স্ত্রী আর আমি—প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় পরিচারিকা একখানা টেলিগ্রাম এনে দিল। শার্লক হোমস পাঠিয়েছে। তাতে লেখা :

'তোমার কি কয়েকটা দিন সময় হবে? বস্‌কোম্ব উপত্যকার দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এইমাত্র পশ্চিম ইংলণ্ড থেকে একটা তার পেয়েছি। তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হব। বাতাস এবং দৃশ্যপট চমৎকার। ১১-১৫-তে প্যাডিংটন থেকে যাত্রা।'

ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি কি বল? যাবে তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। হাতে এখন অনেক কাজ!'

"ওঃ, তোমার হয়ে আনস্ট্রুথারই কাজগুলো করতে পারবে। কয়েকদিন হল তোমাকে একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আমার তো মনে হয় এই স্থান-পরিবর্তন তোমার পক্ষে ভালই হবে। তাছাড়া মিঃ শার্লক হোমসের কাজকর্মে তুমি তো সব সময়ই খুব আগ্রহী।'

'আগ্রহী না হলে তো কৃতঘ্নতা হবে। ওই পথ ধরেই তো তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু যেতে হলে আমাকে এখনই তল্পি বাঁধতে হবে, হাতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে।'

আফগানিস্থানের শিবির-জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে চটপটে সদা-প্রস্তুত পর্যটক হবার শিক্ষাটা অন্তত দিয়েছে। আমার প্রয়োজনও যৎসামান্য। তাই আরও অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাগটি নিয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি সশব্দে প্যাডিংটন স্টেশনের দিকে ছুটল। শার্লক হোমস প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করছিল। তার দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা যেন লম্বা ধূসর ট্রাভলিং-ক্লোক আর সুতির আঁট-সাঁট টুপিতে আরও দীর্ঘ ও শীর্ণ দেখাচ্ছিল।

সে বলল, 'তুমি আসায় খুব ভাল হল। দেখ ওয়াটসন, সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় এরকম একজনকে সঙ্গী পেলে আমার খুব সুবিধা হয়। স্থানীয় সহায়তা যেটুকু পাওয়া যায় সেটা প্রায়ই হয় অকেজো আর নয় তো পক্ষপাতদুষ্ট। তুমি দুটো কোণার সিট দখল করে বসো, আমি টিকিট কাটতে যাচ্ছি।'

গাড়িতে আমরা একা। শুধু হোমসের সঙ্গে একগাদা খবরের কাগজের স্তূপ। সারা পথ সেইসব কাগজ সে পড়ল, নোট করল আর ভাবল। এইভাবে আমরা রীডিং পেরিয়ে গেলাম। তখন সে হঠাৎ কাগজগুলোকে দলা পাকিয়ে তাকের উপর ছুঁড়ে ফেলল।

www.BanglaBook.org

আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা সম্পর্কে কিছু শুনেছ ?'

'একটি কথাও না। গত কয়েকদিন আমি কাগজই পড়ি নি।'

'লণ্ডনের কাগজে বিস্তারিত কিছু নেই। তবু কাগজগুলো ভাল করে দেখে নিলাম, যাতে সবকিছু বুঝতে পারা যায়। যতদূর দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে, এও সেইসব সরল ঘটনারই একটি যেগুলো অনুধাবন করাই সবচাইতে শক্ত।'

'কথাটা যে হেঁয়ালির মত শোনাল।'

'কিন্তু খুবই খাঁটি কথা। অসাধারণত্বই তো একটা সূত্র। একটা অপরাধ যত সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত হবে, সেটার সমাধানও হবে ততই শক্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ছেলের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর কেস খাড়া করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে খুন ?'

'তাই তা ধরে নেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু স্বয়ং সবকিছু না দেখে-শুনে কোন কথাই মেনে নেব না। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, অল্প কথায় তোমাকে বলছি, শোন।'

'বসকোম্ব উপত্যকা হল হেরফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত রস-এর নিকটবর্তী একটি গ্রামাঞ্চল। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জমিদার হলেন মিঃ জন টার্নার। অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে কয়েক বছর আগে তিনি পুরনো গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। তার একটি জোত—মানেহেথার্লি জোত—তিনি চার্লস ম্যাকার্থিকে ভাড়া দেন। ম্যাকার্থিও একসময় অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন। সেখানে দুজনের মধ্যে পরিচয়ও ছিল। কাজেই এখানে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে তারা যে পরস্পরের কাছাকাছি থাকবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দুজনের মধ্যে টার্নারই অনেক বেশি ধনী, তাই ম্যাকার্থি হলেন তার ভাড়াটে। তাহলেও দুজনের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত এবং তারা সমান-সমানেই চলতেন। ম্যাকার্থির ছিল একটি আঠারো বছরের ছেলে, আর টার্নারের ছিল ওই একই বয়সের একমাত্র মেয়ে। দুজনই বিপত্নীক। পার্শ্ববর্তী ইংরেজ পরিবারদের সঙ্গেও তাদের বিশেষ মেলা-মেশা ছিল না। দুজনই একান্তে অবসর জীবন যাপন করতেন। তবে হ্যাঁ, দুজনই খেলাধুলার ভক্ত তাই কাছাকাছি রেসকোর্সে তাদের প্রায়ই দেখা যেত। ম্যাকার্থির ছিল দুটো চাকর—একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। টার্নারের সংসার বেশ বড়—অন্তত জনাছয়েক। পরিবার দুটি সম্বন্ধে এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি। এবার আসল ঘটনায় আসা যাক।

'৩রা জুন—মানে গত সোমবার—ম্যাকার্থি তার হেথার্লির বাড়ি থেকে বের হল বেলা তিনটে নাগাদ এবং পায়ে হেঁটে বসকোম্ব পুলে পেঁছিল। বসকোম্ব উপত্যকার ভিতর দিয়ে যে ছোট নদীটা বয়ে চলেছে সেটাই এক জায়গায় বেশ চওড়া হয়ে একটা ছোটখাট হ্রদের সৃষ্টি করেছে। সেটাই বসকোম্ব পুল। সকালে তিনি একজন লোক সঙ্গে নিয়ে রস-এ গিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, তার খুব তাড়া রয়েছে, কারণ তিনটের সময় একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। দেখা করে তিনি আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

www.BanglaBook.org

'হেথালি' গোলাবাড়ি থেকে বসকোম্ব পুলের দূরত্ব সিকি মাইল। ঐ পথে যাবার সময় দুজন লোক তাকে দেখতে পায়। একটি বৃদ্ধা তার নামের উল্লেখ নেই, অপরজন উইলিয়াম ক্রোডার—মিঃ টার্নারের শিকাররক্ষক। দুজন সাক্ষীই বলেছে যে, মিঃ ম্যাকার্থি চলে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তার ছেলে মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে একটা বন্দুক বগলে করে সেই একই পথে যেতে দেখেছে। তার বিশ্বাস, সে সময় বাপকে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিল এবং ছেলে তার দিকেই যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা দুর্ঘটনার কথা শুনবার আগে সে আর এ বিষয়ে কিছু ভাবে নি।

'শিকাররক্ষক ইউলিয়াম ক্রোডারের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবার পরেও ম্যাকার্থি-যুগলকে দেখা গেছে। বসকোম্ব পুলের চারদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা, শুধু জলের ধারে ধারে কিছু ঘাস আর নলবন। বসকোম্ব ভ্যালি এস্টেটের কেয়ার-টেকারের চৌদ্দ বছরের মেয়ে পেশেন্স মোরান তখন সেই জঙ্গলে ফুল তুলছিল। সে বলেছে, সেখান থেকে সে জঙ্গলের সীমানায় হ্রদের ধারে মিঃ ম্যাকার্থি ও তার ছেলেকে দেখতে পায়। তার মনে হয়, তারা যেন জোর ঝগড়া করছে। সে শুনতে পায়, মিঃ ম্যাকার্থি ছেলেকে খুব কড়া কড়া কথা বলছে; সে দেখতে পায় ছেলে যেন বাপকে মারবার জন্যই হাত তুলেছে। এই দেখে সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে দৌড় দেয় এবং বাড়ি পৌঁছে মাকে বলে যে দুই ম্যাকার্থিকে সে বসকোম্ব পুলের কাছে ঝগড়া করতে দেখে এসেছে। সে আরও জানায় যে, তারা দুজন হয়তো লড়াই শুরু করবে। তার কথা শেষ হতে না হতেই ছোট মিঃ ম্যাকার্থি ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বলে, জঙ্গলের মধ্যে সে তার বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখে কেয়ার-টেকারের সাহায্যের জন্য এসেছে। সে তখন ভয়ানক উত্তেজিত, হাতে বন্দুক নেই, মাথায় টুপি নেই, ডান হাত আর জামার আস্তিনে তাজা রক্তের দাগ। তার সঙ্গে গিয়ে তারা দেখতে পায় পুলের ধারে ঘাসের উপর তার বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। কোন একটা ভারি ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় বার বার আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের চেহারা দেখে মনে হয় ছেলের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতেও সেরকম হতে পারে। বন্দুকটা মৃতদেহ থেকে কয়েক পা দূরে ঘাসের উপর পড়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে যুবকটিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তদন্ত-রিপোর্টে "স্বেচ্ছাকৃত হত্যা" বলে রায় দেওয়া হয়েছে। বুধবার তাকে রস-এ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তিনি কেসটি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন। করোনারের কাছে এবং পুলিশ-আদালতে এই ঘটনাবলীকে এইভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'এর চাইতে ঘৃণ্যতর কোন ঘটনা আমি কল্পনাও করতে পারি না। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য হতে যে অপরাধীকে ধরা যায় এই কেসটিই তার প্রমাণ।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য বড়ই পিচ্ছিল জিনিস। তার উপর নির্ভর করে তুমি হয় তো সরাসরি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিকোণকে যদি একটুখানি সরিয়ে নাও, দেখবে ঠিক সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে তার থেকে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে এক্ষেত্রে সমগ্র ঘটনাবলীই যুবকটির একান্ত বিরুদ্ধে এবং খুব সম্ভবত সেই প্রকৃত অপরাধী। কিন্তু এই অঞ্চলে এমন কিছু লোক আছেন—প্রতিবেশী

www.BanglaBook.org

জমিদার-কন্যা মিস টার্নার তাদের অন্যতম—যারা যুবকটির নির্দোষিতায় বিশ্বাস করেন এবং তার স্বপক্ষে কাজ করবার জন্য লেস্ট্রেডকে নিযুক্ত করেছেন। লেস্ট্রেডকে মনে আছে তো? 'এ স্টাডি ইন স্কার্লেট'-এর সেই লেস্ট্রেড। সেই তো ব্যাপারটা ভাল বুঝতে না পেরে কেসটা আমাকে পাঠিয়েছে। আর সেইজন্যই ঘরে বসে পরম শান্তিতে প্রাতরাশ হজম করার পরিবর্তে দুটি মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে।'

আমি বললাম, 'সমস্ত ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার যে এ কেসে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হোমস হেসে বলল, 'এই আপাত পরিষ্কার হওয়াটাই খুব গোলমেলে। তাছাড়া, সেখানে গিয়ে হয়তো আমরা আবার এমন কিছু পরিষ্কার ঘটনার সন্ধান পাব যেগুলো মিঃ লেস্ট্রেডের চোখেই পড়ে নি। অযথা গর্ব যে আমি করি না সেটা তুমি ভাল করেই জান। আমি বলছি, তার অভিমতকে প্রমাণ অথবা খণ্ডন করতে এমন পথ আমি বেছে নেব যার সাহায্য নেওয়া তো দূরের কথা, যে পথের কথা সে বুঝতেও অক্ষম। হাতের কাছের দৃষ্টান্তটাই নেওয়া যাক। আমি খুব ভাল করেই জানি তোমার শোবার ঘরের জানালাটা ডান দিকে। কিন্তু এমন একটা স্পষ্ট ব্যাপার কিন্তু মিঃ লেস্ট্রেডের চোখেই পড়বে না।'

'আহা, তার সঙ্গে—'

'দেখ বন্ধু, আমি তোমাকে বেশ ভাল করেই চিনি। সামরিক পরিচ্ছন্নতা যে তোমার বৈশিষ্ট্য তাও জানি। প্রতিদিন সকালে তুমি দাড়ি কামাও, আর এ সময়টা সূর্যের আলোতেই কামাও। এখন যদি দেখি যে তোমার মুখের বাঁদিকের দাড়ি ভাল কামানো হয় নি, চোয়ালের কোণটায় তো একেবারেই নয়, তখন কি এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না ঘরের ওদিকটা অপর দিকের তুলনায় স্বল্প আলোকিত। তোমার স্বভাবের একজন মানুষ এরকম অসমান দাড়ি কামানো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। না, না, পর্যবেক্ষণ আর অনুমানের একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উল্লেখ করলাম মাত্র। এটাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র। হয়তো আগামী তদন্তে এটাই আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তদন্তে আরও দু-একটা ছোটখাট খবর জানা গেছে। সেগুলোও মনে রাখতে হবে।'

'সেগুলো কি?'

'সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, হয়েছে হেথালি ফার্মে ফেরবার পরে। ইন্সপেক্টর যখন তাকে গ্রেপ্তারের কথা জানালেন তখন সে বলে—সেকথা শুনে সে বিস্মিত হয় নি, আর সেটাই তার প্রাপ্য। করোনারের জুরিদের মনে যদি বা একটু আধটু সন্দেহ ছিল, তার এই কথায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এটা তো স্পষ্ট স্বীকৃতি।'

'না, কারণ তার পরেই নির্দোষিতার ঘোষণা করা হয়।'

'এমন ঘৃণ্য সব ঘটনাবলীর পরেও এ ধরনের ঘোষণা সন্দেহেরই উদ্রেক করে।'

www.BanglaBook.org

'বরং তার উল্টো,' হোমস বলল, 'আমার কাছে কিন্তু এটাই কালো মেঘের ফাঁকে একমাত্র উজ্জ্বল আলোর রেখা। সে যতই নিরপরাধ হোক, সব ঘটনাই যে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে এটুকু না বোঝার মত জড়বুদ্ধি সে নয়। সে যদি গ্রেপ্তারের খবর শুনে বিস্মিত হত, বা উষ্মা প্রকাশ করত, তাহলেই বরং আমার মনে সন্দেহ বাসা বাঁধত। কারণ এরূপ পরিস্থিতিতে বিস্ময় বা ক্রোধ কোনটাই স্বাভাবিক নয়। অথচ কোন ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরিস্থিতিটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, হয় সে নির্দোষ, আর না হয় সে অত্যন্ত সংযত ও দৃঢ়চরিত্রের লোক। আর নিজের উচিত প্রাপ্য বলে যে মন্তব্য সে করেছে সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সে তখন তার বাবার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর সেইদিন সন্তানের কর্তব্য ভুলে গিয়ে সে বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করেছে, এমন কি—ছোট মেয়েটির গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য অনুসারে—তাকে আঘাত করবার জন্য হাত পর্যন্ত তুলেছিল। তার মন্তব্যের ভিতর দিয়ে যে আত্মধিক্কার এবং অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে আমার তো মনে হয় সেটা দোষী মন অপেক্ষা নির্দোষ মনেরই লক্ষণ।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'এর চাইতে তুচ্ছতর সাক্ষ্যের জোরে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'তা হয়। অনেক লোককে অন্যায়ভাবেও ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'যুবকটি নিজে কি বলেছে?'

'তার পক্ষসমর্থনকারীদের পক্ষে সেটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যদিও তাতে দু-একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আছে। এই তো সেটা রয়েছে, তুমি নিজেই পড়ে দেখতে পার।'

কাগজের বাণ্ডিলের ভিতর থেকে একখানা স্থানীয় হারফোর্ডশায়ার পত্রিকা বের করে সামনে মেলে ধরে সেই প্যারাগ্রাফটা সে আমাকে দেখিয়ে দিল যেখানে হতভাগা যুবকটি ঘটনা সম্পর্কে তার নিজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। গাড়ির এককোণে হেলান দিয়ে সবটা মনোযোগসহকারে পড়লাম। তাতে লেখা আছে:

তখন মৃতের একমাত্র পুত্র মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে ডাকা হলে সে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়: তিনদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ব্রিস্টল গিয়েছিলাম। গত ৩রা জুন সোমবার সকালে সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরিচারিকা জানাল, সহিস জন কবকে নিয়ে তিনি গাড়িতে চড়ে রস-এ গেছেন। আমি বাড়ি ফিরবার কিছুক্ষণ পরেই উঠোনে তার গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম, উঠোন পার হয়ে তিনি দ্রুত বাইরে চলে গেলেন। কোনদিকে গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখন আমি বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বসকোম্ব পুলের দিকে এগোতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, অপর দিককার খরগোসের আস্তানাটা একবার দেখে আসা। পথে শিকাররক্ষক উইলিয়াম ক্রোডারের সঙ্গে দেখা হয়। তার সাক্ষ্যেও একথা সে বলেছে। তবে সে বলেছে আমি বাবাকে অনুসরণ করছিলাম সেটা ভুল। তিনি যে আমার সামনের দিকেই ছিলেন আমি জানতাম না। পুল থেকে একশ' গজ দূরে থাকতেই আমি একটা চীৎকার শুনলাম—"কুই!" সে সংকেতটা আমি আর বাবা জানতাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বাবা

www.BanglaBook.org

পুল-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি যেন খুবই বিস্মিত হলেন। চড়া গলায় জানতে চাইলেন সেখানে আমি কি করছি। কথার পৃষ্ঠে কথা হতে হতে চেঁচামেচি, প্রায় ঘুষোঘুষির উপক্রম। আমার বাবা বেশ একটু রগচটা লোক। যখন বুঝলাম তিনি রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, আমি সেখান থেকে চলে গেলাম হেথালি ফার্মের দিকে। দেড়শ' গজও যাই নি এমন সময় পিছন থেকে একটা বীভৎস চীৎকার কানে এল। দৌড়ে ফিরে গেলাম। দেখলাম, বাবা মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। মাথাটা সাংঘাতিকভাবে কেটে গেছে। বন্দুক ফেলে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেলেন। কয়েক মিনিট হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। তারপর সাহায্যের জন্য ছুটলাম মিঃ টার্নারের গৃহ-রক্ষকের কাছে, কারণ তার বাড়িটাই সবচাইতে কাছে। ফিরে এসে বাবার কাছে কাউকে দেখতে পাই নি, কি করে যে তিনি আঘাত পেলেন তাও জানি না। বাবা কিছুটা ঠাণ্ডা ও অপ্রীতিকর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ফলে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে আমি যতদূর জানি কোন শত্রুও তার ছিল না। এছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

করোনার : মৃত্যুর আগে আপনার পিতা আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি ?

সাক্ষী : কয়েকটা ভাঙা-ভাঙা কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু আমি শুধুমাত্র শুনতে পেয়েছিলাম যে তিনি একটা ইঁদুরের কথা বলছেন।

করোনার : তার থেকে আপনি কি বুঝলেন ?

সাক্ষী : ওকথার কোন মানেই আমি বুঝি নি। আমি মনে করেছিলাম, তিনি প্রলাপ বকছেন।

করোনার : আপনি ও আপনার বাবার মধ্যে ঝগড়াটা হয়েছিল কি নিয়ে ?

সাক্ষী : আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না।

করোনার : আমার কিন্তু জবাব চাই।

সাক্ষী : সেকথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সেকথার সঙ্গে পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

করোনার : সেটা আদালত স্থির করবে। আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে মামলা উঠলে কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে।

সাক্ষী : তথাপি আমি অস্বীকার করছি।

করোনার : 'কুই' চীৎকারটি কি আপনার আর আপনার পিতার মধ্যে একটা সংকেতস্বরূপ ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

করোনার : তাহলে আপনাকে দেখবার আগে, এমন কি আপনি যে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছেন সেকথা জানবার আগেই তিনি ওরকম শব্দ করলেন কেন ?

সাক্ষী (যথেষ্ট অপ্রস্তুতভাবে) : আমি জানি না।

www.BanglaBook.org

জনৈক জুরি : চীৎকার শুনে ফিরে গিয়ে যখন আপনার পিতাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন কি সন্দেহজনক কোন কিছুই আপনার চোখে পড়ে নি ?

সাক্ষী : সঠিক কিছু পড়ে নি।

করোনার : আপনি কি বলতে চান ?

সাক্ষী : ছুটতে ছুটতে খোলা জায়গায় এসে আমি এতই বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারি নি। তবু আমার যেন আবছা মনে পড়ছে যে ছুটে এগিয়ে যাবার সময় আমার বাঁদিকে মাটিতে একটা কিছু যেন পড়ে ছিল। মনে হল ধূসর রঙের একটা জিনিস, একটা কোটের মত, বা একটা চাদরও হতে পারে। বাবাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর কিন্তু সে জিনিসটা আর দেখতে পেলাম না।

—আপনি কি বলতে চান, আপনি সাহায্যের আশায় সেখান থেকে চলে যাবার আগেই সেটা উধাও হয়ে যায় ?

—হ্যাঁ, তাই।

—সেটা ঠিক কি আপনি বলতে পারেন না ?

—না। শুধু মনে হয়েছিল একটা কিছু ছিল।

—মৃতদেহ থেকে কতটা দূরে ?

—গজ বারো, বা তারও কাছাকাছি।

—জঙ্গলের শেষ প্রান্ত থেকে কত দূরে ?

—ঐ রকমই।

—তাহলে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে আপনি তার থেকে গজ বারো দূরে যখন ছিলেন তখনই নেওয়া হয়েছে, কি বলেন ?

—হ্যাঁ। তবে আমি তখন সেদিকে পিছন দিয়ে ছিলাম।

সাক্ষীর জেরা এখানেই শেষ হয়েছে।

কাগজটার দিকে চোখ রেখেই আমি বললাম, 'দেখা যাচ্ছে শেষের দিকের মন্তব্যগুলিতে করোনার বেচারি ম্যাকার্থির প্রতি একটু কঠোরই হয়েছেন। তাকে না দেখেই তার বাবার তাকে সংকেত করা বা বাবার সঙ্গে কথাকাটাকাটির বিস্তারিত বিবরণ দিতে অস্বীকৃত হওয়া এবং বাবার মৃত্যুকালীন কথার অদ্ভুত বিবরণ—সঙ্গত কারণেই করোনার এইসব অসংলগ্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসবই ছেলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

হোমস নিজের মনেই একটু হাসল। কুশন-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এবং করোনার দুজনই দেখছি যুবকটির স্বপক্ষে জোরদার পয়েন্টগুলোই তুলে ধরতে চাইছ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, তোমরা একবার তার প্রখর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করছ, আবার পরক্ষণেই তার অভাবের কথা বলছ ? কল্পনাশক্তির অভাব এই জন্য বলছি যে জুরির সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে বাবার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ঝগড়ার এরূপে একটা কারণ উদ্ভাবন করতেও যেন সে অক্ষম। তাছাড়া মৃত্যুকালে ইঁদুরের কথার উল্লেখ এবং কাপড় উধাও হয়ে যাবার মত ঘটনা- এইসব তাজ্জব ব্যাপার যদি তারই মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে থাকে তাহলে কল্পনাশক্তির অভাব আছে বৈকি। নাহে, আমি বরং কেসটাকে এইদিক থেকে দেখতে চাই যেন যুবকটি যা কিছু বলেছে সবই সত্য। তারপর বিচার করতে হবে তার পরিণতি কি দাঁড়ায়। কিন্তু আপাতত এই আমার পেট্রার্কের পকেট-সংস্করণ। ঘটনাস্থলে পেঁছবার আগে আর একটি কথাও আমি উচ্চারণ করব না। সুইণ্ডন-এ লাণ্ড দেবে। দেখছি আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা সেখানে পেঁছে যাব।'

সুন্দর স্ট্রাউড উপত্যকার ভিতর দিয়ে, উজ্জ্বল প্রশস্ত সেভার্নের উপর দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে বেলা প্রায় চারটে নাগাদ আমরা সুন্দর ছোট মফঃস্বল শহর রস-এ উপনীত হলাম। একটা শুকনো ভোঁদড়ের মত দেখতে ধূর্ত চেহারার লোক প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উপযুক্ত অতি সাধারণ পোশাকে সজ্জিত থাকলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লেস্ট্রেডকে চিনতে আমার কোন কষ্ট হয় নি। গাড়িতে চড়ে তার সঙ্গে আমরা "হেরফোর্ড আর্মস"-এ হাজির হলাম। সেখানেই আমাদের জন্য একটা ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

চা খেতে খেতে লেস্ট্রেড বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থা করেই রেখেছি। আপনার কাজের ঝোঁক তো আমি জানি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি স্বস্তি পাবেন না।'

হোমস বলে উঠল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনারই উপযুক্ত কাজ। তবে সবটাই তো বায়ুর চাপের ব্যাপার।'

লেস্ট্রেড চকিতে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'বায়ুমান যন্ত্রটা কি বলে? দেখতে পাচ্ছি- উনত্রিশ। একটুও বাতাস নেই, আকাশে একবিন্দু মেঘ নেই। আমার কেস-ভর্তি সিগারেট আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে। মফঃস্বলের হোটেলের তুলনায় সোফাটাও বেশ আরামদায়ক। কাজেই আজ রাতের মত গাড়িটা ব্যবহার করতে পারব বলে মনে হয় না।'

লেস্ট্রেড হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সংবাদপত্র পড়েই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। কেসটা একেবারে লাঠির মত সোজা। যতই এর ভিতরে ঢোকা যায় ততই সোজা হয়ে আসে। তবু—একজন মহিলার অনুরোধ তো আর এড়ানো যায় না। তিনি আপনার কথা শুনেছেন এবং আপনার অভিমত চান। আমি তাকে বার বার বলেছি, আমি যা করেছি তার বেশী কিছু আপনি করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি নাছোড়। আরে, কী আশ্চর্য! ঐ তো দরজায় তার গাড়ি এসে দাঁড়াল।'

তার কথা শেষ হবার আগেই একটি সুন্দরী তরুণী দ্রুত ঘরে ঢুকল। জীবনে এত সুন্দরী স্ত্রীলোক আমি আর দেখি নি। বেগুনী চোখ দুটো চকচক করছে, ঠোঁট দুখানি উন্মুক্ত, দুই গালে গোলাপী আভা। তীব্র উত্তেজনা ও উদ্বেগে স্বাভাবিক সংযমও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

www.BanglaBook.org

আমাদের সকলের উপর দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে বন্ধুবরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বলে উঠল, 'ওঃ মিঃ শার্লক হোমস! আপনি আসায় আমি যে কত খুশি হয়েছি। সেই কথাটা বলতেই আমি এতদূরে এসেছি। আমি জানি, জেমস এ কাজ করে নি। আমি জানি, তাই আমি চাই এ কথাটা জেনেই আপনি কাজ শুরু করুন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ মনে রাখবেন না। ছেলেবেলা থেকে আমরা পরস্পরকে চিনি, ওর দোষ ত্রুটির কথাও আমি জানি; কিন্তু একটা মাছিকেও ও আঘাত করতে পারে না, এমনই নরম ওর মন। যে ওকে সত্যিই জানে এ অভিযোগ তার কাছে নিতান্তই অবাস্তব।'

শার্লক হোমস বলল, 'মিস টার্নার, আমি আশা করছি তাকে মুক্ত করতে পারব। আমার উপর এটুকু ভরসা রাখতে পারেন যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'আপনি তো সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো পড়েছেন। আপনি কি কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন? কোন ছিদ্র, কোন ফাঁক কি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি নিজে কি মনে করেন না যে সে নির্দোষ?'

'সেটাই সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

মাথা হেলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে লেস্ট্রেডের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হল তো! শুনতে পাচ্ছেন! উনি আমাকে আশা দিলেন।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লেস্ট্রেড বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার সহকর্মী বড় তাড়াতাড়ি তার সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।'

'কিন্তু তিনি ঠিকই করেছেন। ওঃ! আমি জানি তার কথাই ঠিক। জেমস এ কাজ করে নি। আর বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া? আমি নিশ্চিত জানি, করোনারের কাছে এ বিষয়ে সে যে মুখ খোলে নি তার কারণ আমি এর সঙ্গে জড়িত।'

'কেমন করে?' হোমস প্রশ্ন করল।

'এখন কোন কথা লুকোবার সময় নয়। আমাকে নিয়ে জেমস আর তার বাবার মধ্যে অনেক মতপার্থক্য ছিল। মিঃ ম্যাকার্থি চেয়েছিলেন আমাদের বিয়ে হোক। জেমস আর আমি এতদিন ভাই-বোনের মত পরস্পরকে ভালবেসেছি। কিন্তু সে তো এখনও যুবক, জীবনের অতি সামান্যই দেখেছে, তাই—মানে, স্বভাবতই সেরকম কিছু করতে সে এখনও ইচ্ছুক নয়। কাজেই মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি হত। আমি নিশ্চিত জানি, এটাও সেইরকমই একটা ঝগড়া।

'আর তোমার বাবা?' হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কি এ বিয়ের পক্ষপাতী?'

'না, তিনি এর বিরুদ্ধে। মিঃ ম্যাকার্থি ছাড়া আর কেউ এর সপক্ষে নয়।' হোমস তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই তার তরুণ তাজা মুখের উপর একটা চকিত আভা ছড়িয়ে পড়ল।

হোমস বলল, 'এই খবরের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সকালে গেলে কি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে?'

www.BanglaBook.org

'মনে হয় ডাক্তার অনুমতি দেবেন না।'

'ডাক্তার ?

'হ্যাঁ। আপনি শোনেন নি ? বাবার শরীরটা কয়েক বছর ধরেই ভাল নয়। তার উপর এই ঘটনা তাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। তিনি এখন শয্যাশায়ী। ডাঃ উইলোস বলছেন, তার স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। প্রথম জীবনে ভিক্টোরিয়াতে বাবাকে যারা চিনত তাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ ম্যাকার্থিই জীবিত ছিলেন।'

'আচ্ছা ! ভিক্টোরিয়া ! খুব ভাল কথা।'

'সেখানকার খনিতে।'

'ঠিক, ঠিক। সোনার খনিতে—যেখানে মিঃ টার্নার অর্থ ও বিত্তের মালিক হন।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ধন্যবাদ মিস টার্নার। আপনাকে পেয়ে আমার অনেক লাভ হল।'

'কোন সংবাদ পেলে আগামীকাল আমাকে জানাবেন। জেলে জেমসের সঙ্গে দেখা করতে আপনি নিশ্চয় যাবেন। যদি যান, তাকে অবশ্যই বলবেন যে আমি জানি সে নির্দোষ।'

'বলব, মিস টার্নার।'

'এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা খুব অসুস্থ। আমি কাছে না থাকলে তার চলে না। বিদায়। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।' দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা শুনতে পেলাম, রাস্তায় তার গাড়ির চাকার ঘড়-ঘড় শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট সকলেই চুপ। বেশ মর্যাদার সঙ্গে কথা বলল লেস্ট্রেড, 'হোমস, আপনার জন্য আমি লজ্জিত বোধ করছি। যেখানে নিরাশা অনিবার্য, সেখানে এরকম আশা-ভরসা কেন দিলেন ? আমি কিন্তু বিগলিত-হৃদয় নই, কিন্তু আমিও বলছি—এটা নিষ্ঠুরতা।'

হোমস বলল, 'আমি মনে করি জেমস ম্যাকার্থিকে খালাস করবার পথ আমি পাব। জেলে তার সঙ্গে দেখা করবার কোন অনুমতি কি তুমি নিয়েছ ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তোমার আর আমার।'

'তাহলে তো বাইরে যাবার ব্যাপারে আমার মতটা পাল্টাতে হল। ট্রেনে হারফোর্ড পৌঁছে আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করবার মত সময় আছে কি ?'

'যথেষ্ট।'

'তাহলে যাওয়া যাক। ওয়াটসন, তোমার হয়তো একা একা সময় কাটতে চাইবে না। তবে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি।'

আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। তারপর ছোট শহরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে হোটেলে ফিরে গেলাম। সোফায় শুয়ে একখানা হলদে-মলাটের নভেলে মন দিলাম। যে গভীর রহস্যের মধ্যে আমরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি তার তুলনায় বইয়ের গল্পের প্লটটা এতই

www.BanglaBook.org

সাদামাঠা যে আমার মন বারবারই উপন্যাস থেকে বাস্তবের দিকেই ঘুরে যেতে লাগল। শেষটায় বইটাকে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সারাটা দিনের ঘটনায় মনোনিবেশ করলাম। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই ভাগ্যহীন যুবকের কথাগুলিই সত্য, তাহলে তার বাবার কাছ থেকে চলে যাওয়া এবং তার আর্তনাদ শুনে আবার জংগলের কাছে ফিরে আসা, এর মধ্যবর্তী সময়ে কী এক নারকীয় ব্যাপার, কী অদৃষ্টপূর্ব অসাধারণ বিপদপাতই না ঘটে গেল? কী এক সাংঘাতিক নৃশংস ঘটনা। সেটা কি হতে পারে? আঘাতের প্রকৃতি থেকে আমার ডাক্তারী বুদ্ধি কি কিছু আবিষ্কার করতে পারে না? ঘণ্টা বাজিয়ে আঞ্চলিক সাপ্তাহিক পত্রিকাটা চেয়ে নিলাম। তাতে তদন্তের হুবহু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ডাক্তারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাম করোটির পিছন দিকের তৃতীয় হাড়টি এবং পশ্চাৎ করোটির বাম অংশের অর্ধেকটা কোন ভোঁতা অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। নিজের মাথার ঐ জায়গাগুলি লক্ষ্য করলাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আঘাত করা হয়েছে পিছন দিক থেকে। সেটা অবশ্য আসামীর কিছুটা সপক্ষেই যায়। কারণ ঝগড়ার সময় তাকে বাবার মুখোমুখিই দেখা গিয়েছিল। অবশ্য, এভাবে বেশীদূর যাওয়া যায় না, কারণ আঘাত করবার ঠিক আগে বাবা হয়তো পিছন ফিরেছিলেন। যাই হোক, হোমসের দৃষ্টিটা এদিকে আকর্ষণ করতে হবে। তারপর আছে মৃত্যুকালে একটা ইঁদুরের উল্লেখ। তার মানে কি? প্রলাপ হতেই পারে না। আকস্মিক আঘাতে মরণাপন্ন লোক সাধারণত প্রলাপ বকে না। না, এটা নিশ্চয়ই তার দুর্ঘটনাটা বোঝাবার একটা চেষ্টা। তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। একটা সম্ভাবিত ব্যাখ্যার জন্য আমার মাথায় হাতুড়ি পিটতে লাগলাম। তারপর আছে ম্যাকার্থির দেখা ধূসর কাপড়ের ঘটনা। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয় খুনি পালাবার সময় তার পোশাকের একটা অংশ, সম্ভবত তার ওভারকোট ফেলে গিয়েছিল এবং দশবার পা দূরে ছেলেটি যখন তার দিকে পিছন ফিরে হাটুগেড়ে বসেছিল সেই মুহূর্তে সে ফিরে এসে সেটা নিয়ে চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্য ও অবাস্তবতায় বোনা কী এক সূক্ষ্ম জাল! লেস্ট্রেডের মতামত শুনে আমি বিস্মিত হই নি। তথাপি শার্লক হোমসের অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস এত বেশী যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি নতুন ঘটনা ম্যাকার্থির নির্দোষিতায় তার দৃঢ় প্রত্যয়কে শক্তিশালী করে চলেছে ততক্ষণ আমি আশা ছাড়তে পারি না।

বেশ দেরি করে শার্লক হোমস ফিরল। সে একাই এল। লেস্ট্রেড শহরে তার বাসায় থেকে গেল।

বসতে বসতে সে মন্তব্য করল, বায়ুর চাপ এখনও বেশ উঁচু আছে। আমরা ঘটনাস্থলে যাবার আগে যাতে বৃষ্টি না হয় সেটা খুব দরকার। অথচ যে সূক্ষ্ম কাজে আমরা হাত দিয়েছি তার জন্য দেহ ও মন দুই-ই খুব সতেজ আর সজাগ থাকা দরকার। তাই দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত অবস্থায় সে কাজ করতে আমি চাই নি। ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

'তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলে?'

www.BanglaBook.org

'না।'

'কোন আলো সে দেখাতে পারল না?'

'মোটেই না। একসময় মনে হল, কে একাজ করেছে তা জেনেও সে তাকে আড়াল করছে। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সকলের মত তারও মাথা গুলিয়ে গেছে। সে দেখতে সুন্দর, মনে হয় তার মনটাও ভাল, কিন্তু খুব তীক্ষ্ণধী নয়।'

আমি বললাম, 'মিস টার্নারের মত একটি রমণীর রমণীর সঙ্গে বিয়েতে সে অসম্মত ছিল একথা যদি সত্য হয় তাহলে কিন্তু আমি তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না।'

'আহারে! সেখানেই তো ঝুলে রয়েছে একটি বেদনাতুর কাহিনী। এই ছেলেটি ওর প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু বছর দুই আগে, যখন সে একেবারে ছেলেমানুষ ছিল এবং মেয়েটিকে ভাল করে জানত না, কারণ সে বছরখানেক বাইরে একটা বোর্ডিং-স্কুলে ছিল। তখন হাঁদারামটা ব্রিস্টলের এক পাঠশালার পরিচারিকার খপ্পরে পড়ে তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। সেকথা কেউ জানে না। এরপর যে কাজ করবার জন্য দরকার হলে সে তার চোখ দুটোও দিতে পারে অথচ যেকাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলে সে নিজে জানে, সেই কাজ না করবার জন্য যখন তাকে ভর্ৎসনা করা হয় তখন তার কি রকম উন্মত্তের মত অবস্থা হয় তা নিশ্চয় তুমি কল্পনা করতে পার। শেষ দেখার সময় বাবা যখন তাকে মিস টার্নারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে তাড়না করছিলেন তখনই ঐ ধরনের উন্মাদনার বশেই সে আকাশে হাত ছুঁড়ে বাবাকে শাসিয়েছিল। অপরদিকে, তার নিজের কোন আয়উপার্জন নেই। বাবা খুব কড়া ধাতের লোক। প্রকৃত সত্য জানতে পারলে তিনি ছেলেকে একেবারে পথে বসাবেন। ব্রিস্টলে এই পরিচারিকা স্ত্রীর সঙ্গেই সে বিগত তিনটি দিন কাটিয়ে এসেছে, সেকথা বাবা জানতেন না। এই পয়েন্টটা লক্ষ্য কর। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, অশুভ থেকে শুভের আবির্ভাব হয়েছে। সেই পরিচারিকা যখন কাগজ পড়ে জানতে পারল যে ছেলেটি ভয়ানক বিপদে পড়েছে এবং তার ফাঁসিও হতে পারে, তখন তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, বারমুডা ডকইয়ার্ডে তার স্বামী আছে, কাজেই তাদের দুজনের মধ্যে সত্যিকারের কোন বন্ধন নেই। মেয়েটি তাকে মুক্তি দিয়েছে। আমার মনে হয়, অনেক দুঃখের মধ্যেও এই সংবাদটি পেয়ে ম্যাকার্থি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেছে।'

'সে যদি নির্দোষ, তাহলে এ কাজ করল কে?'

'হ্যাঁ, কে? বিশেষ করে দুটো পয়েন্টের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটি হল— পুল-এর কাছে কারও সঙ্গে নিহত লোকটির দেখা করবার কথা ছিল, আর সে লোকটি নিশ্চয় তার নয়, কারণ ছেলে তখন বাইরে এবং সে কবে ফিরবে তা তিনি জানতেন না। দ্বিতীয়টি হল, ছেলের ফিরবার খবর জানবার আগেই নিহত লোকটিকে "কুই" বলে চীৎকার করতে শোনা গিয়েছিল। এই দুটি চূড়ান্ত বিষয়ের উপরেই কেসটির ফলাফল নির্ভর করছে। এস, এবার জর্জ মেরেডিথকে নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাকি ছোটখাট ব্যাপারগুলো আগামীকালের জন্য তোলা থাক।'

হোমসের পূর্বাভাষমতই কোন বৃষ্টি হল না। সকালটা উজ্জ্বল এবং নির্মেঘ। বেলা ন'টার সময়

www.BanglaBook.org

লেস্ট্রেড গাড়ি নিয়ে এল। আমরাও হেথার্লি ফার্ম এবং বসকোম্ব পুল-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

লেস্ট্রেড বলল, 'আজ সকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। শুনলাম হল-এর মিঃ টার্নার এত অসুস্থ যে তার জীবনসংশয়।'

হোমস বলল, 'বেশ বয়স্ক লোক নিশ্চয়?'

'প্রায় ষাট। বাইরে থাকাকালেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। কিছুদিন থেকেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল। এই ঘটনায় আরও আঘাত পেয়েছেন। তিনি ছিলেন ম্যাকার্থির পুরনো বন্ধু। তাছাড়া মস্ত বড় উপকারীও। জানতে পেরেছি, হেথার্লি ফার্মটি তিনি বিনা ভাড়ায় তাকে দিয়েছিলেন।'

'বটে! খুব ইন্টারেস্টিং তো।' হোমস বলে উঠল।

'তা তো বটেই। আরও নানাভাবে তিনি তাকে সাহায্য করেছেন। এ অঞ্চলের সকলেই তার দয়ার কথা বলাবলি করে।'

'সত্যি! আচ্ছা, এটা কি তোমার কাছে একটু বিচিত্র বলে মনে হয় না যে এই ম্যাকার্থি যার নিজের বলতে কিছুই নেই, টার্নার পরিবারের কাছে যার এতটা বাধ্যবাধকতা, সে টার্নারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের কথা বলছে। আর তাও বলছে এমন নিশ্চিতভাবে যেন প্রস্তাবটা করলেই সবকিছু আপসে হয়ে যাবে। এটা আরও বিস্ময়কর এইজন্যে যে এ বিয়েতে স্বয়ং টার্নারের মত ছিল না। একথা তার মেয়েই আমাদের বলেছে। এর থেকে কি তুমি কিছু অনুমান করতে পার না?'

আমার দিকে চোখ টিপে লেস্ট্রেড বলল, 'অনুমানাদি সবই তো পাওয়া গেছে হোমস, ঘটনাকে নিয়েই হয়েছে বিপদ।'

একটু ইতস্তত করে হোমস বলল, 'ঠিক বলেছ। সত্যি, ঘটনাকে নিয়েই তুমি বিপদে পড়েছ।'

স্ফূর্তির সঙ্গে লেস্ট্রেড বলল, 'আমি কিন্তু এমন একটা ঘটনাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছি যেটা তুমি ধরতে পার নি।'

'সেটা কি?'

'সেটা এই—সিনিয়র ম্যাকার্থির মৃত্যু হয়েছে জুনিয়র ম্যাকার্থির হাতে, এবং এর বিপরীত সব মতবাদই নিছক মরীচিকামাত্র।'

হোমস হেসে উঠল। বলল, 'দেখ, কুয়াসা অপেক্ষা মরীচিকার আলোও উজ্জ্বলতর। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বাঁদিকেই বোধ হয় হেথার্লি ফার্ম।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

সুদৃশ্য চওড়া একটা দোতলা বাড়ি। স্লেটের ছাদ। ধূসর দেয়ালের গায়ে লিচেন-পাতার হলদে অলংকরণ। দরজা বন্ধ। চিমনি ধোঁয়াহীন। মনে হয়, বুঝি এই ভয়ংকর ঘটনার বোঝা এখনও এ বাড়ির উপরে চেপে আছে। পৌঁছবার পরে হোমসের অনুরোধে পরিচারিকা দুজোড়া জুতো তাকে দেখাল,—মৃতের সময়ে তার মালিক যে বুট পরেছিল সে জোড়া আর ছেলের বুট একজোড়া। অবশ্য ঘটনার সময় ছেলে যে বুট পরেছিল সে জোড়া নয়। সাত-আটটা বিভিন্ন দিক থেকে বুটগুলোর মাপ

www.BanglaBook.org

নিয়ে হোমস বাড়ির বাইরের উঠোনে যেতে চাইল। সেখান থেকে বসকোম্ব পুল যাবার ঘোরানো পথটা ধরে সবাই এগিয়ে চললাম।

এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলেই শার্লক হোমস সহসা একেবারে বদলে যায়। বেকার স্ট্রীটের শান্ত চিন্তাশীল যুক্তিবিদকেই শুধু যারা চেনে এ সময়ে তারা তাকে চিনতেই পারবে না। সারা মুখ আরক্ত। ভ্রূযুগল দুটো কঠিন কালো রেখায় খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ভিতর থেকে দুটো চোখ যেন ইস্পাতের মত ঝকঝক করছে। মাথা নুয়ে পড়েছে, ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে, ঠোঁট দুটি চাপা, লম্বা পেশল গলায় শিরাগুলো ফুলে উঠেছে চাবুকের ছড়ের মত। শিকারকে তাড়া করবার জৈবিক তাড়নায় নাসারন্ধ্র দ্রুত স্ফুরিত হচ্ছে। আর তার সারা মন একটি লক্ষ্যে স্থিরনিবদ্ধ। কেউ কোন কথা বললে বা প্রশ্ন করলে তার কানেই ঢুকছে না। আর ঢুকলেও জবাবে সে অধৈর্যভাবে খেঁকিয়ে উঠছে। নিঃশব্দে সে এগিয়ে চলেছে দ্রুত পায়ে। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে পেঁছিলাম বসকোম্ব পুল-এ একটা স্যাঁতসেতে জলা জায়গায়। পথের উপরে এবং দুদিকের ঘাসের বুকে অনেক পায়ের দাগ। হোমস কখনও দ্রুত ছুটছে, কখনও দাঁড়িয়ে পড়ছে, একবার মাঠময় একটা চক্কর দিয়েই এল। লেস্ট্রেড ও আমি তার পিছন পিছনই আছি। গোয়েন্দাপ্রবর নিস্পৃহ ও বিরক্ত। কিন্তু আমি বন্ধুর উপর লক্ষ্য রেখেছি গভীর আগ্রহ নিয়ে। আমি যে জানি, তার প্রতিটি কাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাঁধা।

বসকোম্ব পুল আড়াআড়িভাবে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা নলবনে ঘেরা জলাশয়। একদিকে হেথার্লি ফার্ম, অন্য দিকে বিত্তবান মিঃ টার্নারের প্রাইভেট পার্ক—এই দুইয়ের সীমান্তে অবস্থিত। অপর প্রান্তবর্তী জঙ্গলের উপর দিয়ে ধনী জমিদারের বাসভবনের লাল চূড়াগুলো আমাদের চোখে পড়ল। পুল-এর হেথার্লির দিকে জঙ্গল বেশ ঘন; জঙ্গলের শেষ প্রান্ত আর হ্রদের নলবনের মাঝখানে বিশ পা চওড়া একটা ঘাসে ঢাকা জমি আগাগোড়া বিছানো রয়েছে। ঠিক যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেটা লেস্ট্রেড আমাদের দেখাল। সেখানকার মাটি এতই ভিজে যে আঘাতের পরে লোকটি যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন তার দাগ তখনও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হোমসের উদ্বিগ্ন মুখ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, পদদলিত ঘাসের বুকে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে। গন্ধ-পাওয়া কুকুরের মত সে চারদিকে ছুটতে লাগল। তারপর আমার সঙ্গীকে বলে উঠল, 'তুমি জলে নেমেছ কেন?'

'এই দাঁতওয়ালা লাঠিটা দিয়ে খুঁজে দেখছি, কোন অস্ত্র বা অন্য কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'আরে থাম, থাম। সময় বড় কম। তোমার বাঁ পাটা যে একেবারে ঠিক সেই জায়গাতেই ফেলেছ। একটা ছুঁচোরও চোখে পড়ত, কিন্তু ঐ তো নলবনের মধ্যে হারিয়ে গেল। ইস, ওরা সব মোষের মত দল বেঁধে এসে সব ঘোলা করবার আগে যদি আমি এখানে আসতে পারতাম তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা কত সহজই না হত। কেয়ার-টেকারকে সঙ্গে করে সবাই এখানে এসে মৃতদেহের চারদিককার ছয় থেকে আট ফুট জায়গার সব পায়ের ছাপ চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে দেখছি একই পায়ের তিনটে আলাদা আলাদা ছাপ রয়েছে।' পকেট থেকে লেন্স বের করে ভাল করে দেখবার জন্য

www.BanglaBook.org

হোমস ওয়াটার প্রুফের উপর শুয়ে পড়ল। 'এগুলো ছোট ম্যাকার্থির পায়ের দাগ।' দুবার সে হেঁটে গেছে, আর একবার দ্রুত দৌড়ে গেছে, তাই পায়ের পাতার দাগ কেটে বসেছে, কিন্তু গোড়ালির দাগ প্রায় চোখেই পড়ছে না। এর থেকে তার কাহিনীই প্রমাণিত হয়। বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেই সে দৌড়ে গিয়েছিল। আর এগুলো বাবার পায়ের দাগ—তিনি এদিক-ওদিক পায়চারি করছিলেন। তাহলে—এটা কি? ছেলে যখন বাবার কথা শুনতে দাঁড়িয়েছিল, এটা তখনকার বন্দুকের কুঁদোর দাগ। আর এটা? হা—হা! এগুলো কি দেখছি? জুতোর ডগা—জুতোর ডগা। আবার চৌকো। সাধারণ বুটের নয়। দাগগুলো আসছে, যাচ্ছে, আবার আসছে—নিশ্চয় ক্লোকের জন্য। কিন্তু কোন্ দিক থেকে এসেছিল? সে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। কখনও পায়ের ছাপ হারিয়ে যায়, আবার দেখা যায়। এগোতে এগোতে সকলে হাজির হলাম জঙ্গলের প্রান্তে, একটা প্রকাণ্ড বীচ-গাছের ছায়ায়। এখানকার সব চাইতে বড় গাছ। পথ দেখতে দেখতে একেবারে শেষটায় পেঁছে একটা খুশির শব্দ করে হোমস সেখানেই শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকল। শুকনো ডাল-পাতা উল্টে দেখছে, খানিকটা ধুলোর মত জিনিস খামে ভরে নিল, লেন্স দিয়ে মাটি পরীক্ষা করল। এমন কি যতদূর হাত যায় গাছের বাকলও ঐ একইভাবে পরীক্ষা করল। শ্যাওলার মধ্যে একটুকরো খাঁজ-কাটা পাথর পড়েছিল। ভাল করে পরীক্ষা করে সেটাও রেখে দিল। তারপর একটা পথ ধরে জঙ্গল পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। সেখানে আর পায়ের কোন ছাপ দেখা গেল না।

এতক্ষণে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। বলল, 'খুবই ইন্টারেস্টিং কেস। ডান দিকে ওই ধূসর রঙের বাড়িটাই বোধহয় কেয়ার-টেকারের বাসস্থান। আমি একবার ওখানে যাব, মোরানের সঙ্গে কথা বলব, এবং হয় তো একটা চিরকুটও লিখব। তারপর ফিরে যাব লাঞ্চ-এ। তোমরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির দিকে এগোও। আমি এলাম বলে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা গাড়ির কাছে পেঁছে গেলাম। পেঁছিলাম রস-এ। জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটা তখনও হোমসের হাতে।

পাথরটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'লেস্ট্রেড, এটা দেখ তো। এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে।'

'আর কোন চিহ্নই তো দেখছি না।'

'চিহ্ন নেই।'

'তাহলে বুঝলে কি করে?'

'এটার নীচে সবে ঘাস গজাতে শুরু করেছিল। তার মানে মাত্র দিনকয়েক আগেই পাথরটাকে ওখানে ফেলা হয়েছিল। কোথা থেকে ওটাকে আনা হয়েছিল তার কোন হদিস নেই। তবে মৃতের আঘাতের সঙ্গে এটার আকারের মিল আছে। আর কোন অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় নি।'

'তাহলে খুনী কে?'

'একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, ন্যাটা, ডান পা খুঁড়িয়ে হাঁটে, পুরু সোলের শিকারী-বুট ও ধূসর রঙের ক্লোক পরে, ভারতীয় সিগার খায়, সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করে, আর পকেটে একটা পেন্সিল-

www.BanglaBook.org

কাটা ভোঁতা ছুরি রাখে। আরও কিছু নিদর্শন আছে, তবে আমাদের তদন্তের পক্ষে এইগুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।'

লেস্ট্রেড হেসে উঠল, 'আমার কিন্তু সন্দেহ গেল না। তোমার ব্যাখ্যা ভালই হয়েছে, তবে আমাদের কিন্তু সামাল দিতে হবে একদল পাকা বৃটিশ জুরীকে।'

হোমস শান্ত গলায় বলল, 'সে দেখা যাবে। তুমি তোমার পথে চল, আমি আমার পথে। বিকেলটা আমি ব্যস্ত থাকব। আর সম্ভবত সন্ধ্যার ট্রেনেই লণ্ডনে ফিরে যাব।'

'কেসটা অসমাপ্ত রেখে যাবে?'

'না, শেষ করেই যাব।'

'আর রহস্যটা?'

'সমাধান হয়ে গেছে।'

'অপরাধী কে?'

'যে ভদ্রলোকের বিবরণ দিলাম।'

'কিন্তু তিনি কে?'

'তাকে খুঁজে বের করা নিশ্চয় শক্ত হবে না। অঞ্চলটা জনবহুল নয়।'

লেস্ট্রেড ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি কাজের লোক। একজন ন্যাটা খোঁড়া ভদ্রলোকের খোঁজে আমি সারা মুল্লুক ঢুঁ মেরে বেড়াতে পারব না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

হোমস শান্তস্বরে বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে একটা চান্স দিলাম। রইল তোমার বাসা। বিদায়। যাবার আগে তোমাকে একছত্র লিখে জানাব।'

লেস্ট্রেডকে রেখে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। সেখানে লাঞ্চ প্রস্তুত। হোমস নিশ্চুপ। চিন্তামগ্ন। মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া, যেন বড়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে।

খাওয়া শেষ করে বলল, 'ওয়াটসন, এই চেয়ারে বস। তোমাকে কিছু শোনাতে চাই। কি যে করব ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার পরামর্শ চাই। একটা সিগার ধরাও। আমি বলতে শুরু করি।'

'আরম্ভ কর।'

'দেখ, এই কেসের ব্যাপারে ছোট ম্যাকার্থির বিবরণীর দুটো পয়েন্ট আমাদের দুজনকেই সঙ্গে সঙ্গে ধাপ্পা দিয়েছে—আমাকে তার স্বপক্ষে, আর তোমাকে তার বিপক্ষে। একটা হল, তার বাবা তাকে দেখবার আগেই "কুই!" বলে চেঁচিয়ে উঠল কেমন করে। অপরটি, মৃত্যুকালে তার মুখে ইঁদুরের উল্লেখ। বুঝে দেখ, ভাঙা ভাঙা ভাবে তিনি কয়েকটি কথাই বলেছিলেন, কিন্তু ছেলের কানে ঐ কথাটি ছাড়া আর কিছু ঢোকে নি। এই দুটি পয়েন্ট থেকেই আমাদের গবেষণা শুরু করা যাক। আমরা কিন্তু ধরে নিচ্ছি, ছেলের কথা সর্বৈব সত্য।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে এই "ক্যুই"-র ব্যাপারটা কি ?'

'এটা খুবই স্পষ্ট যে এটা ছেলের জন্য করা হয় নি। তার জ্ঞানমতে ছেলে তখন ব্রিস্টলে। ঘটনাক্রমেই সে ওখানে হাজির হয়েছিল। ঐ "ক্যুই !" নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, আগে থেকেই যার সঙ্গে তার দেখা করবার কথা ছিল। "ক্যুই" সম্পূর্ণভাবে একটি অস্ট্রেলিয় ডাক, অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে ও ডাক প্রচলিত। কাজেই অনুমান করা চলে যে, ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে বসকোম্ব পুল-এ এসেছিলেন তিনিও একসময় অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।'

'আর ইঁদুরের ব্যাপারটা ?'

পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে শার্লক হোমস সেটা টেবিলের উপর মেলে ধরল। বলল, 'এথানা ভিক্টোরিয়া' উপনিবেশের মানচিত্র। এটা পাঠাবার জন্য কাল রাতেই আমি ব্রিস্টলে তার করে দিয়েছিলাম।' মানচিত্রের এক অংশ হাত দিয়ে টিপে ধরে সে প্রশ্ন করল, 'কি পড়তে পারছ ?'

আমি পড়লাম, ARAT.

সে হাতটা সরিয়ে নিল। 'আর এখন ?'

'BALLARAT'

'ঠিক আছে। তিনি এই শব্দটাই উচ্চারণ করেছিলেন, তবে ছেলের কানে গিয়েছিল শুধু শেষ শব্দাংশ—ARAT, মানে একটি ইঁদুর। তিনি বলতে চেষ্টা করেছিলেন খুনীর নাম। বাল্লারাট অমুক—চন্দ্র—অমুক।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আশ্চর্য !'

'কিন্তু খুবই পরিষ্কার। তাহলে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র খুবই ছোট হয়ে এল। ধূসর রঙের পোশাক হচ্ছে তৃতীয় পয়েন্ট। ছেলের বক্তব্য যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সেটাই ঠিক। এবার কিন্তু আমরা অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছি—বাল্লারাট থেকে আগত কোন অস্ট্রেলিয়, পরিধানে ধূসর ক্লোক।'

'ঠিক।'

'তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যিনি এ অঞ্চলেরই লোক। পুল-এ যাওয়া যায় হয় ফার্ম-এর পথে, আর না হয় জমিদারীর পথে। কোন বিদেশীর পক্ষে ওখানে বেড়াতে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'ঠিক বলেছ।'

'এবার আজকের অভিযানের কথায় যাওয়া যাক। ওখানকার জমি পরীক্ষা করে অপরাধীর ঐ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু তুচ্ছ বিবরণ আমি এ মোটাবুদ্ধির লেস্ট্রেডকে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুমি সেসব পেলে কেমন করে ?'

'আমার পদ্ধতি তুমি জান। তুচ্ছ ব্যাপার পর্যবেক্ষণের উপরেই তার ভিত্তি।'

www.BanglaBook.org

'পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকে তার উচ্চতার একটা মোটামুটি ধারণা হয়তো করতে পেরেছ। পায়ের ছাপ থেকেও হয়তো বুটের কথাটা বলা যায়।'

'হ্যাঁ বুটগুলো যে একটু বিশেষ রকমের।'

'কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারটা?'

'বাঁ পায়ের তুলনায় ডান পায়ের ছাপটা আগাগোড়াই অস্পষ্ট। ঐ পায়ের উপর তিনি কম ভর দিয়েছেন। কেন? নিশ্চয় খুঁড়িয়ে হাঁটেন—তিনি খোঁড়া।'

'আর তার ন্যাটা হওয়াটা?'

'তদন্তকালে সার্জন আঘাতের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা তো তোমার মনকেও নাড়া দিয়েছে। ঠিক পিছন থেকেই আঘাত করা হয়েছিল, আর করা হয়েছিল বাঁ দিকে। ন্যাটা লোক ছাড়া এরকমটা অন্য কেউ করবে কেন? বাবা আর ছেলের যখন দেখা হয় তখন ওই গাছের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তখন ধূমপানও করেছেন। সিগারের ছাই আমি সেখানে পেয়েছি, আর তামাকের ছাই সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞানই বলে দিয়েছে সেটা ভারতীয় সিগার। তুমি তো জান, এ বিষয়ে আমি কিছুটা পড়াশুনা করেছি এবং ১৪০টি ভিন্ন ধরনের পাইপ, সিগার ও সিগারেটতামাকের উপর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছি। ছাই পেয়েই চারদিকে খুঁজতে লাগলাম এবং শ্যাওলার মধ্যে তার ছুঁড়ে দেওয়া সিগারের টুকরোটাও পেয়ে গেলাম। একটা ভারতীয় সিগার যেটা রোটরডামে পাকানো হয়ে থাকে।'

'আর সিগার হোল্ডার?'

'দেখেই বুঝলাম শেষ টুকরোটা মুখে দেওয়া হয় নি। কাজেই তিনি হোল্ডার ব্যবহার করেন। সিগারের মুখটা দাঁতে না ছিঁড়ে কাটা হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কাটা নয়। সুতরাং অনুমান হল, ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি।'

আমি বললাম, 'হোমস, লোকটিকে ঘিরে যে জাল তুমি ফেলেছ তা থেকে পালাবার কোন পথ নেই। সেই সঙ্গে আর একটা নির্দোষ মানুষের জীবন তুমি এমনভাবে বাঁচিয়েছ যেন নিজ হাতে তার ফাঁসির দড়িটাই কেটে দিয়েছ। এ সবকিছুর গতি যে কোন্ দিকে আমি ঠিক ধরতে পারছি। তাহলে অপরাধী হচ্ছেন—'

'মিঃ জন টার্নার', বসবার ঘরের দরজা খুলে একজন আগন্তুককে পথ দেখিয়ে দিয়ে হোটেলের ওয়েটার বলে উঠল।

যিনি ঘরে ঢুকলেন মনে দাগ কাটবার মতই চেহারা তাঁর। ধীর গতি, খুঁড়িয়ে চলা, নুয়ে-পড়া ঘাড়—সবকিছুতেই বার্ধক্যের লক্ষণ। কিন্তু তার শক্ত সুসজ্জিত পাথরের মত দেহ আর মোটা হাত-পা দেখলে মনে হয় একদা তিনি দেহে ও মনে প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তার জট-পাকানো দাড়ি, ছাই-রঙা চুল আর ঝুলে-পড়া ভ্রূযুগল চেহারায় এনে দিয়েছে মর্যাদা ও ক্ষমতার ছাপ। অথচ তার মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা, ঠোঁট ও নাসারন্ধ্রে নীলের ছোপ। একনজর দেখেই বুঝতে

www.BanglaBook.org

পারলাম, কোন পুরাতন মারাত্মক রোগের কবলে তিনি পড়েছেন।

হোমস সাদরে বলল, 'দয়া করে এই সোফায় বসুন। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কেয়ার-টেকারই এনে দিয়েছিল। আপনি লিখেছেন, কেলেঙ্কারি এড়াবার জন্যই আপনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'আমার মনে হয়েছিল, "হল"-এ গেলে লোকে নানা কথা বলত।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?' লোকটি বোকা দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকালেন। তার দুই চোখে নিরাশার ছায়া। মনে হল, প্রশ্নের জবাব যেন তিনি আগেই পেয়ে গেছেন।

কথার জবাব না দিয়ে, হোমস যেন তার দৃষ্টিরই জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ম্যাকার্থির ব্যাপারটা আমি সব জানি।'

বৃদ্ধ লোকটি দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। চীৎকার করে বললেন, 'ঈশ্বর আমার সহায় হোন। কিন্তু যুবকটির কোন ক্ষতি হতে আমি দিতাম না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, দায়রা বিচারে মামলা তার বিরুদ্ধে গেলে সব কথা আমি খুলে বলব।'

হোমস গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম।'

'এখনই সব কথা খুলে বলতাম, শুধু আমার মেয়েটির জন্য পারছি না। আমি গ্রেপ্তার হয়েছি শুনলে ওর মন ভেঙে যাবে—ওর মন ভেঙে যাবে।'

'সেরকমটা নাও ঘটতে পারে।' হোমস বলল।

'কী!'

'আমি সরকারী গোয়েন্দা নই। শুনেছি, আপনার কন্যাই এখানে আমার উপস্থিতি চেয়েছিল। কাজেই তার স্বার্থেই আমি কাজ করছি। যেমন করেই হোক ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতেই হবে।'

বৃদ্ধ টানার বললেন, 'আমি মৃত্যুপথের পথিক। অনেক বছর ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগছি। ডাক্তার বলেছেন, আর একমাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ। তথাপি আমার বাড়িতেই আমি মরতে চাই, জেলে নয়।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে হোমস একবাণ্ডিল কাগজ ও কলম নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। বলল, 'যা সত্য আমাদের বলুন। সব আমি লিখে নিচ্ছি। আপনি তাতে স্বাক্ষর করুন, ওয়াটসন সাক্ষী থাকুক। বাস। ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তবেই আপনার স্বীকারোক্তি আমি পেশ করব। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, একান্ত প্রয়োজন না হলে এটা ব্যবহার করব না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তাই হোক। দায়রা বিচার পর্যন্ত বাঁচব কিনা কে জানে। কাজেই এ ব্যবস্থায় আমার বেশী কিছু আসে যায় না। এলিস যেন মর্মাহত না হয় সেইটে শুধু আমার ইচ্ছা। এবার সবকিছু খুলে বলছি। কার্যত অনেক সময় লাগলেও মুখে বলতে বেশী সময় লাগবে না।

www.BanglaBook.org

মৃত ম্যাকার্থিকে আপনারা চেনেন না। সে একটা শয়তানের অবতার। আমি বলছি, এরকম লোকের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাদের দূরে রাখুন। কুড়ি বছর ধরে সে আমাকে কব্জা করে রেখেছিল। আমার জীবনটাই সে নষ্ট করে দিয়েছে। কেমন করে আমি তার মুঠোয় গিয়ে পড়লাম সেই কথাটাই আগে বলছি।

'ষাট দশকের গোড়ার দিকে খনি অঞ্চলের কথা। আমার তখন অল্প বয়স, রক্ত গরম, বেপরোয়া স্বভাব, সবকিছু করতে প্রস্তুত। খারাপ দলে ঢুকে পড়লাম, মদ ধরলাম, কিন্তু কপাল ফিরল না। তখন অন্ধকারের পথ ধরলাম, এককথায় ডাকাত হয়ে উঠলাম। দলে ছিলাম ছ'জন। উচ্ছৃংখল বেপরোয়া জীবন। কখনও একটা স্টেশনে হানা দিতাম, কখনও বা মাঝপথে থামিয়ে দিতাম খনিযাত্রী বোঝাই মালগাড়ি। তখন আমার নাম ছিল বাল্লারাটের কালো জ্যাক। আমাদের দলকে এখনও উপনিবেশের লোকেরা স্মরণ করে "বাল্লারাট গ্যাঙ" বলে।

'একদিন একটা সোনার চালান যাচ্ছিল বাল্লারাট থেকে মেলবোর্ন। আমরা ওঁৎ পেতেই ছিলাম, আক্রমণ করলাম। গাড়ির পাহারায় ছিল ছ'জন অশ্বারোহী সৈনিক। আমরাও দলে ছ'জন। বেশ সমানে সমানে। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই ওদের চারটেকে খতম করে দিলাম। অবশ্য মাল হাতিয়ে নেবার আগেই আমাদের তিনটে জোয়ান খতম হল। গাড়ির চালকের মাথায় ঠেকালাম আমার পিস্তল। সে চালক এই ম্যাকার্থি। আজ ভাবি, সেদিন যদি ব্যাটাকে শেষ করে দিতাম! আমি দেখতে পেলাম, তার কুৎকুতে শয়তানী চোখদুটো আমার মুখের উপর নিবদ্ধ, যেন আমার সবকিছু সে মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে, তবু কি জানি কেন, তাকে ছেড়ে দিলাম। সব সোনা নিয়ে পালালাম, বড়লোক হলাম, বিনা সন্দেহে ইংলণ্ডে পাড়ি দিলাম। সেখানে দলের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। স্থির করলাম, একটি শান্ত সম্ভ্রান্ত জীবনে ফিরে যাব। এই সম্পত্তিটা নিলামে কিনে নিলাম। ভাবলাম যেপথে অর্থ উপার্জন করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে যতটুকু পারি মানুষের কল্যাণ করব। বিবাহ করলাম। অল্প বয়সেই স্ত্রীর মৃত্যু হল। কিন্তু তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন এলিসকে। শিশুকাল থেকেই তার দুখানি ছোট হাত যেন আমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এক কথায়, আমি নূতন জীবনে উত্তীর্ণ হলাম। সাধ্যমত অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলাম। সবই ভালয় ভালয় চলছিল, এমন সময় আমাকে চেপে ধরল ম্যাকার্থি।

'একটা কাজে শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে রিজেন্ট স্ট্রীটে তার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা কোট নেই। পায়ে বুট নেই, এমনি অবস্থা।

'আমার কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "আবার জুটলাম জ্যাক। তোমার সঙ্গে এক পরিবারের মতই থাকব। আমরা দুজন, আমি আর আমার ছেলে। তুমি অনায়াসেই আমাদের রাখতে পার। যদিই না রাখ,—ইংলণ্ড বড় ভাল আইনের দেশ, এখানে ডাকলেই একজন পুলিশকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।'

সোজা তারা এখানে এসে উঠল। ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার উপায় নেই। আমার সবচাইতে

www.BanglaBook.org

ভাল জমিটায় বিনা ভাড়ায় বাস করতে লাগল। আমার শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, কোনমতেই ভুলতেও পারি না। যেখানেই যাই দেখি তার ধূর্ত বিকৃত মুখ আমার পাশে। এলিস বড় হতে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল আমি পুলিশ অপেক্ষাও বেশী ভয় করি আমার মেয়েকে,—পাছে সে আমার অতীতটা জানতে পারে। তখন ম্যাকার্থি যা চায় তাই তাকে দিতে হয়। জমি, টাকা, বাড়ি যা সে চাইল বিনা প্রশ্নে সব তাকে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটি বস্তু সে চেয়ে বসল যা আমি তাকে দিতে পারি না। সে এলিসকে চাইল।

'বুঝতেই পারছেন, তার ছেলে তখন বড় হয়েছে। আমার মেয়েও বড় হয়েছে। সকলেই জানে আমার স্বাস্থ্য খারাপ। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, ছেলেকে সব সম্পত্তির মালিক করতে হবে। কিন্তু সেখানে আমি খুব কড়া। তার অভিশপ্ত রক্তকে আমার রক্তের সঙ্গে মিশতে দেব না। ছেলেটিকে যে আমি অপছন্দ করতাম তা নয়। কিন্তু ওর দেহে আছে তার রক্ত, সেইটেই যথেষ্ট বাধা। আমি কঠোর হয়ে রইলাম। ম্যাকার্থি ভয় দেখাল। আমিও জানালাম, সে যা খুশি করতে পারে। ঠিক হল, এবিষয়ের মীমাংসার জন্য দুজনের বাড়ির মধ্যবর্তী পুল-এ আমরা দেখা করব।

'সেখানে পেঁছে দেখি, সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। সুতরাং আমি সিগার ধরিয়ে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কতক্ষণে সে একা হবে। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে তার ছেলেকে ধমকাতে লাগল আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। যেন এ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের কোন দাম নেই, যেন সে রাস্তা থেকে ধরে আনা একটা নোংরা মেয়ে। আমি স্বয়ং এবং আমার যা কিছু প্রিয় বস্তু সব এই লোকটার খপ্পরে চলে যাবে ভাবতেই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। এ বকল কি ছিঁড়ে ফেলা যায় না? আমি তো মরণোন্মুখ, বেপরোয়া। যদিও আমার মন পরিষ্কার এবং দেহও অশক্ত নয়, তবু আমি জানতাম আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার স্মৃতি আর আমার মেয়ে! কোনক্রমে ওই শয়তানী জিহ্বাটাকে বন্ধ করতে পারলেই সব রক্ষা হয়। মিঃ হোমস, আমি তাই করলাম। দরকার হলে আবার করব। মহাপাপ আমি করেছি, কিন্তু তার জন্য সারা জীবনভোর প্রায়শ্চিত্তও তো করেছি। কিন্তু যে জালে আমি জড়িয়েছি সেই জালে আমার মেয়েও জড়িয়ে পড়বে—এ আমি কিছুতেই সইব না। আমি তাকে আঘাত করলাম। একটা ঘৃণ্য বিষাক্ত জন্তুকে মারলে যতটুকু অনুশোচনা হয় তার চাইতে বেশী কিছু আমার হয় নি। তার চীৎকার শুনে ছেলে ছুটে এল। ততক্ষণে আমি জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছি। কিন্তু পালাবার সময় যে ক্লোকটা ফেলে গিয়েছিলাম সেটা আনবার জন্য আমাকে আবার সেখানে যেতে হয়েছিল। যা কিছু ঘটেছে এই তার প্রকৃত বিবরণ।'

বৃদ্ধ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেন। হোমস বলল, 'দেখুন, আপনার বিচার করবার ভার আমার নয়। প্রার্থনা করি, সে প্রলোভন যেন কখনও না হয়।'

'আমারও সেই প্রার্থনা স্যার। আপনি কি করতে চান?'

'আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কিছুই করতে চাই না। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন,

www.BanglaBook.org

দায়রা আদালতের চাইতেও বড় আদালতে শীঘ্রই আপনাকে সব কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। আপনার স্বীকারোক্তি আমি রেখে দিলাম। ম্যাকার্থির যদি শাস্তি হয়, তবেই এটা ব্যবহার করতে আমি বাধ্য হব। নইলে কোন মানুষের চোখ কোনদিন এটা দেখতে পাবে না। আর আপনার গোপন কথা? আপনি বাঁচুন আর মরুন, আমাদের কাছে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে।'

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'তাহলে বিদায়! যে শাস্তি আপনারা আজ আমাকে দিলেন তার জন্যে মৃত্যু যেদিন আপনাদের কাছে এসে দাঁড়াবে সেদিন তাকে আপনারা আরও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন।' বিরাট শরীরটার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। স্খলিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, 'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। অসহায় কীট-পতঙ্গের সঙ্গে নিয়তি এমন রসিকতা করে কেন? এই সব ঘটনার কথা যখনই শুনি তখনই বাক্সটারের কথাগুলি মনে করে আমি বলি: "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ওই চলেছেন শার্লক হোমস।"

হোমস এমন সব আপত্তিকর খসড়া প্রস্তুত করে আসামী পক্ষের কৌসুলিকে দিয়েছিল যে তারই জোরে দায়রা আদালতের জেমস ম্যাকার্থি খালাস পেয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বুড়ো টার্নার আরও সাত মাস বেঁচেছিলেন। এখন তিনি মৃত। পুত্র এবং কন্যা সুখে একসঙ্গে ঘরকন্না করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কারণ তাদের অতীতকে ঘিরে যে কালো মেঘ রয়েছে সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।